লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, শনিবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৭
Port Blair• Saturday • December 23, 2017
Arthik Lipi, Page 3

ব্যাঙ্কিং বিলের বিরোধিতায় এবার পথে নামল তৃণমূল

দেশ থেকে বিজেপির অবলুপ্তি ঘটবে: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাঙ্কিং বিলের বিরোধিতায় তৃণমূলের মিছিলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

স্টাফ রিপোর্টার: ব্যাঙ্কিং বিল নিয়ে এবার পথে নেমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়াল তৃণমূল কংগ্রেস।

শুক্রবার ব্যাঙ্কিং বিলের বিরুদ্ধে যাদবপুর থেকে মিছিল বের করে তৃণমূল যুব কংগ্রেস। আর সেই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েই বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, 'বিজেপির বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে গুজরাতের নির্বাচন থেকেই। ২০১৯ এ বিদায় নেবে বিজেপি।'

'ফিনান্সিয়াল রেজিলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইনসিওরেন্স' বা এফআরডিআই বিল কার্যকর করা হলে সাধারণ মানুষ বিপদে পড়বে। এই অভিযোগে আগেই সংসদে বিক্ষোভ দেখিয়েছে তৃণমূল। এবার বিলের বিরোধিতায় শহরের রাজপথকেই বেছে নিল তৃণমূল। এদিন দুপুর ৩টের পর যাদবপুর থেকে মিছিল বের হয়। মিছিলের পুরোভাগে দেখা যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়দের। মিছিল শেষ হয় হাজরা মোড়ে। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরাসরি বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'একের পর এক জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে মোদীর সরকার। এখন এমন একটি বিল নিয়ে আসছে যাতে সাধারণ মানুষ বিপদে পড়বেন। ব্যাঙ্কে সাধারণ মানুষের টাকা সুরক্ষিত থাকবে না। জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ চলবেই।' তিনি বলেন, 'সিবিআই-ইডি দিয়ে আমাদের আটকানো যাবে না। সিবিআই আমাদের কিছু করতে পারবে না।' বিলের বিরোধিতায় সংসদেও যে তাদের লড়াই চলবে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। তাঁর কথায়, 'এফআরডিআই বিল এখন সিলেক্ট কমিটিতে আছে। আমরা এই বিল পাশ করতে দেব না। এই বিলের শেষ দেখে ছাড়ব।' অভিষেক বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনশন, গণআন্দোলনের মাধ্যমে পথ দেখিয়েছিলেন। আমাদের আন্দোলন বৃহত্তর করতে হবে। এফআরডিআই বিল যাতে পাশ না হয় তা দেখতে হবে।' বিজেপিকে আক্রমণ করে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি বলেন, 'বিজেপি বাংলা থেকে মুছে গেছে। এবার ভারত থেকেও মুছে যেতে বসেছে। মোদীর জন্মস্থানেও বিজেপি হেরে গিয়েছে।' বিজেপিকে কটাক্ষ করে তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'বিজেপি মানে জনতার পার্টি নয়, এর মানে ভারতের জঞ্জাল পার্টি।' তাঁর কথায়, 'দেশ থেকে বিজেপির অবলুপ্তি ঘটবে। গুজরাত নির্বাচনের ফল তারই প্রমাণ।' অভিষেকের আরও মন্তব্য, 'বিজেপি বিভেদের রাজনীতি করছে। কে কী খাবে, তা ঠিক করে দিচ্ছে মোদীর সরকার।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে অভিষেকের খোঁচা, 'সুভাষ চক্রবর্তীর আমলে ছিল হাতকাটা দিলীপ। আর এখন হয়েছে নাক কাটা দিলীপ।'

সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে বিজেপির তুলনা

স্টাফ রিপোর্টার: ব্যাঙ্কিং বিলের বিরোধিতায় মোদির সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে সারদার কর্ণধার সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের তুলনা টানলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, 'আমি মনে করি সুদীপ্ত সেন ও বিজেপি নেতাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। কারণ চিটফান্ডে যারা টাকা রেখেছিলেন তাদের টাকা প্রতারকরা উড়িয়ে দিয়েছেন। আর আজ ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহরা তুলে নিয়ে যাচ্ছেন।' তিনি বলেন, 'কেউ ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা রাখতে পারেন। সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকা রাখতে পারেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী এমন বিল আনতে চলেছেন, যার মাধ্যমে মানুষের অনুমোদন ছাড়া, তাদের সম্মতি ছাড়া সেই টাকা ব্যাঙ্ক জবরদখল করে নিতে পারে।' এই প্রসঙ্গে তাঁর আরও বক্তব্য, 'সুদীপ্ত সেন যদি গ্রেফতার হয়, তাহলে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ কেন নেওয়া হবে না, এই প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে জাগছে।' প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে সারদা কেলেঙ্কারি সামনে আসলে দেখা যায় সেখানে টাকা রেখে হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই সারদার মালিক ছিলেন সুদীপ্ত সেন। তাঁর সঙ্গেই বিজেপি নেতৃত্বের তুলনা করলেন অভিষেক।

ফের শহরে মাদকচক্রের হদিশ, নিষিদ্ধ মাদক সহ গ্রেফতার মহিলা

স্টাফ রিপোর্টার: বড়দিনের আগে ফের বড়সড় মাদক চক্রের হদিশ মিলল কলকাতায়। এর আগে শহর থেকেই এই নিষিদ্ধ মাদকের বড়সড় একটি 'গ্রুপ' কে গ্রেফতার করেছিল নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো। এবার সাফল্য পেল শুল্ক দফতর। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর কাছে ধুলাগড় টোল ট্যাক্সের সামনে থেকে গ্রেফতার হয় নাবালিকা সহ এক মহিলা। বড়দিনের আগে ওড়িশা থেকে এই রাজ্যে আনা হচ্ছে নিষিদ্ধ মাদক হাসিস, গোপন সূত্রে খবর পেয়েই নারাকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর সাহায্য চায় শুল্ক দফতর। আর তারপরই ধুলাগড়-কলকাতাগামী একটি বাসে আনা হচ্ছে সেই মাদক। খবর পেয়েই 'অ্যাকশন' এ নামে শুল্ক দফতর। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ধুলাগড় টোল প্লাজার সামনে আটকানো হয় নির্দিষ্ট বাসটি। তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় বছর ৪০ এর অনিতা ঘোষকে। উদ্ধার করা হয় প্রায় ৪ কেজি ৩০০ গ্রামের হাসিস। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকা মতো। শুল্ক দফতরের আধিকারিক পার্থসারথী চৌধুরির বক্তব্য,'আমাদের কাছে আগে থেকেই নির্দিষ্ট খবর ছিল, ওড়িশা থেকে কলকাতায় হাসিস পাঁচার হচ্ছে। সেই মতোই আমরা তল্লাশি চালিয়ে ওই মহিলাকে গ্রেফতার করি। তবে গ্রেফতার হওয়া মহিলা এই চক্রের চাঁই নয়, কেরিয়ারের কাজ করছিল।' সাধারণ চেহারা। কোলে আরও সাধারণ একটি বড় ব্যাগ। পাশাপাশি সিটে বসে থাকা মা-মেয়েকে একঝলক দেখলে সন্দেহ হওয়ার কোনও অবকাশই নেই। তবে সূত্রের খবর অনুযায়ী, হাতে আসা তথ্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বাসটিকে আটকায় শুল্ক দফতর। তল্লাশিতে আসা শুল্ক দফতরের মহিলা কর্মীদের নজরে আসে নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে পাশাপাশি বসে থাকা এক মহিলার কোলে রাখা সাধারণ ব্যাগ। বাস থেকে নামিয়ে আনা হয় মা-মেয়েকে। শুরু হয় তল্লাশি। আর তাতেই কেঁচো খুড়তে কেউটে বেড়িয়ে আসে। সাধারণ ওই ব্যাগ থেকেই বেড়িয়ে আসে কয়েক কোটি টাকার নিষিদ্ধ হাসিস। গ্রেফতার করা হয় অনিতা ঘোষকে। তবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ধৃতের নাবালিকা মেয়েকে। শুল্ক দফতরের আধিকারিক পার্থসারথী চৌধুরির বক্তব্য,'উৎসবের আগে এই ধরনের মাদকের চাহিদা প্রায় দ্বিগুন হয়। এই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই বিভিন্ন মাধ্যমে শহরে ঢোকে এই ধরনের নিষিদ্ধ মাদক। এই হাসিস কোথায় পাঁচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হচ্ছিল তা আমরা খতিয়ে দেখছি।' ধৃতকে এদিন হাওড়া আদালতে পেশ করা হলে, বিচারক তাকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই প্রথম নয়,এর আগে শিয়ালদহ স্টেশনের সামনে থেকে দুই মাদক পাচারকারি হেনরি লরেন্স মান্না ও রবার্ট ডিক্সনকে গ্রেফতার করে নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো। পরে তাদের জেরা করে পার্ক স্ট্রিট থেকে গ্রেফতার করা হয় ডিক্স জকি নিখিল লাখোয়ানিকে। হিমাচল প্রদেশ থেকে 'মালালা' বলে নিষিদ্ধ মাদক শহরের হোটেল-নাইট ক্লাব গুলোতে ছড়িয়ে দেওয়াই উদ্দেশ ছিল ধৃতদের। পরে সল্টলেক থেকে গ্রেফতার করা হয় জেরম ওয়াটসন ও নিলয় ঘোষ নামক আরও দুজকে। মূলত বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬০০-৮০০ টাকায় মেলি-অ্যাসটাসি নামক নিষিদ্ধ মাদক লক্ষেম বিক্রি করত। তবে পরপর মাদকচক্রের পর্দা ফাঁস হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ক্রিসমাস-নিউ ইয়ারের আগে নজরদারি বাড়ানো হয়। আর তারই ফল মিলল হাতেনাতে।

মাকে ঘরে তালাবন্দী করে রাখার অভিযোগ মেয়ের বিরুদ্ধে

স্টাফ রিপোর্টার : নিজের মাকে ঘরে তালাবন্দী করে আটকে রাখার অভিযোগ উঠল মেয়ের বিরুদ্ধে। অমানবিক এই ঘটনা ঘটেছে লেকটাউনের কালিন্দীতে। বৃদ্ধা মায়ের নাম মনিকা দত্ত। অভিযোগ তার নিজের ঘরে আটকে রাখে তার মেয়েকে মনিকা মুখার্জি। আটক অবস্থায় তাকে মাঝে মধ্যে মারধর করা হত বলে অভিযোগ। দুই মাস ধরে একই ঘরে তাকে তালাবন্ধ করে রাখা হত। মনিকা দত্তকে মেয়ের ঠিক করা এখ চার এসে খাবার দিয়ে যায়। খাবার দিয়ে খাওয়ার পর তাকে ওই অবস্থাতেই বন্ধ করে রাখা হত। শুক্রবার লেকটাউন থানার পুলিশ মনিকা দেবীকে উদ্ধার করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লেকটাউনের কালিন্দীর এক আবাসনে দু'মাস ধরে আটকে রাখা হয় তাকে। নিয়মিত এক ব্যক্তি খাবার দিনে একবেলা খাবার দিয়ে যাওয়ার পর তারা বন্ধ করে রাখত। যে ব্যক্তি তাকে তালাবন্ধ করে রাখত তিনি তার মেয়ে মনিকা মুখার্জির ঠিক করা ছিল। দু'মাস ধরে এভাবেই মনিকা দত্তকে নিয়মিত নীপিড়ন করা হতো। আরও জানা গেছে, মা যে মেয়ের সম্পর্ক ভাল নয়। মনিকা দেবীর দাবি তার মেয়ে তাকে মেরে ফেলার জন্যই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। সুস্থ স্বাভাবিক মৃত্যু দেখানোর জন্যই ধীরে ধীরে তাকে নিপীড়ন করে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে থানার পুলিশকে জানিয়েছেন মনিকা দেবী। শুক্রবার উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ।

জি ডি বিড়লা কাণ্ডে রিপোর্ট তলব

স্টাফ রিপোর্টার : রানিকুঠির জিডি বিড়লা স্কুলে চার বছরের ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। ঘটনার তদন্ত নিয়ে সন্তুষ্ট নয় নির্যাতিতার পরিবার। তাই সিবিআই তদন্তের দাবিতে শুক্রবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই শুক্রবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক রাজ্যের কাছে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট তলব করেন। ১৬ জানুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে। বিচারপরতির নির্দেশ, তদন্ত যেভাবে চলছে চালিয়ে যেতে হবে। যারা সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছুক তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

পরীক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে হেল্প ডেস্ক খুলছে পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার: শহরের পুর প্রাইমারি স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগে পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড নিয়ে সমস্যা সমাধানে ও অন্যান্য সহায়তার জন্য এবার পুরসভার সিংহদুয়ারের সামনে 'হেল্প ডেস্ক' খুলতে চলেছে পুরসভা।

প্রাইমারি স্কুলগুলোতে ১০০ জন চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য আগামী ৩১ ডিসেম্বর লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে। ১৬ তারিখ থেকে যোগ্য পরীক্ষার্থীদের মোবাইলে এসএমএস মারফৎ পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম, পরীক্ষার সময় জানানো হয়েছে। এসএমএসের শেষে পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করার জন্য একটা লিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের অনেকের অভিযোগ ওই লিঙ্ক থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাচ্ছে না। গত শনিবার এরকম অনেক পরীক্ষার্থী পুরসভার হেল্প লাইন নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানান।

পুরসভার তরফ থেকে জানানো হয়, সার্ভারের সমস্যা থাকায় ডাউনলোড হচ্ছে না। তবে দ্রুত ওই সমস্যা কেটে গেলেই সবাই ডাউনলোড করতে পারবে। কিন্তু গত শনিবারের পরও অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোডের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েন একাধিক পরীক্ষার্থী। তাদের একই অভিযোগ এসএমএসে দেওয়া লিঙ্ক থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাচ্ছে। এরপরই শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখার্জি বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধান ও সাহায্যের জন্য হেল্প ডেস্ক খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখার্জি জানান, 'আগামী ২৬ তারিখ থেকে হেল্প ডেস্ক খোলা হবে। তা থাকবে ২৯ তারিখ পর্যন্ত।'

তিনি আরও জানান, 'প্রতিদিন ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত এই হেল্প ডেস্ক খোলা থাকবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নর উত্তরতো দেবেনই, প্রয়োজনে পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে দেবেন হেল্প ডেস্কে বসা আধিকারিকরা।' ১০০ জন চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক পদের জন্য ১৭,১২৭ জন পরীক্ষায় বসছেন। এদের মধ্যে প্রায় ১১,০০০ পরীক্ষার্থী ইতিমধ্যেই অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিয়েছেন বলে অভিজিৎ বাবু জানান। তাই যেসব পরীক্ষার্থী সমস্যার মধ্যে রয়েছেন তাদেরকে সাহায্য করাই মূল উদ্দেশ্য পুরসভার। তাই হেল্প ডেস্ক বসাতে চলেছে পুরসভা।

সিনেমায় রাম-সীতার নাম ব্যবহারে আপত্তি, বিক্ষোভ হিন্দু জাগরণ মঞ্চের

স্টাফ রিপোর্টার: চলচ্চিত্রে রাম ও সীতার নামের অপব্যবহার করা হয়েছে। এই অভিযোগেই পথে নামল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। রঞ্জন ঘোষ পরিচালিত 'রং বেরঙের কড়ি' ছবিতে রাম ও সীতা নামের অপব্যবহার করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে শুক্রবার কলকাতার সেন্সর বোর্ডের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। এই সমগঠনের পক্ষ থেকে শুক্রবার কলকাতা সেন্সর বোর্ডের অধিকর্তার কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। একইসঙ্গে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে লালবাজারেও স্মারকলিপি জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্ব। এই সিনেমা থেকে রাম ও সীতার নাম বাদ না দিলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভকারীরা। শুক্রবার কলকাতা হিন্দু জাগরণের পক্ষ থেকে রং বেরঙের কড়ি সিনেমায় রাম ও সীতার নাম বাদ দেওয়ার জন্য পরিচালকের কাছে আবেদন করা হয়। কিন্তু তারা সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি। এখন এই সিনেমাটি সেন্সর বোর্ডে কাছে রয়েছে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য। তাই সেন্সর বোর্ডের তরফে যাতে সিনেমাটিকে ছাড়পত্র না দেওয়া হয় তার জন্য শুক্রবার কলকাতার বোর্ডের কাছে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, রং বেরঙের কড়ি সিনেমায় রাম ও সীতা নাম বাদ দিয়ে যে কোনও নাম রাখা হোক। সিনেমার অন্য কোনও অংশ নিয়ে তাদের কোনও আপত্তি নেই। শুধুমাত্র রাম ও সীতার নাম বাদ দিলেই হবে। তাদের দাবি, এই সিনেমায় রাম ও সীতার নাম ব্যবহার করে ব্যবসা করাতে চাইছে সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকরা। তাই ব্যবসার জন্য হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীদের নাম ব্যবহার না করার জন্য আবেদন জানায় তারা।

কিশোরকুমারের পর এবার মহম্মদ রফিকেও 'ভারতরত্ন' দেওয়ার দাবি উঠল কলকাতা থেকে

সুমন গাঙ্গুলী

'তুম জিয়ো হাজারো সাল ইয়ে হে মেরি আরজু....' সুরে সুরে এখনও সঙ্গীতপ্রেমীদের মনে 'হাজারো সাল' বেঁচে আছেন মহম্মদ রফি। থাকবেনও। আর সেই মহম্মদ রফিকে নিয়েই ২৪ ডিসেম্বর এই শহর সাক্ষী থাকছে আরও এক নতুন লড়াইয়ের। কলকাতা শহর আদপে অনেক লড়াই-সংগ্রামের আঁতুড়ঘর। এই কলাকাতার সঙ্গে নাড়ির টান নেই 'রফি সাহাব'-এর। টান বা যোগসূত্র সবটাই 'পাথর কি সনম..', 'অ্যায় দুনিয়াকে রখওয়ালে...', 'আজা আজা মেঁই প্যার তেরা..' বা 'তোমার নীল দুপাটি চোখ,শ্বেত দুপাটি হাসি...'র মতো কালজয়ী গানে। আর সেই শহর থেকেই এই কালজয়ী শিল্পীকে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার দাবি তুলছেন রফি ভক্তরা। ১৯২৪ এর ২৪ ডিসেম্বর পঞ্জাবের অমৃতসর জেলার মাঝিতা গ্রামের কোটলা সুলতান সিংয়ে। ১৯৪৪ সালে শ্যাম সুন্দরের সুরে জিন্নাত বেগমের সঙ্গে পঞ্জাবি সিনেমা গুল বালোচ-এ 'সোনিয়ে নি,হিরিয়ে নি' ডুয়েট গেয়ে যাত্রা শুরু। আর তারপর? গোটাটাই ইতিহাস। এবার সেই মহম্মদ রফিকে নিয়েই দেশজুড়ে অনুষ্ঠানে নামছে 'রফি লাভার্স সার্কেল'। উদ্দেশ্য অবশ্যই দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন'র দাবি জানানো। ৬ বার ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড, ১ বার জাতীয় পুরস্কার সহ অসংখ্য পুরস্কার পেলেও, দেশের সরকারের তরফে প্রাপ্তি শুধু মাত্র

'পদ্মশ্রী'। ১৯৬৭ সালে এই সম্মান পান মহম্মদ রফি। কিন্তু ভারতরত্ন। রফি লাভার্স সার্কেলের সভানেত্রী রুহি খানের বক্তব্য,'এতদিন পরেও কোনও সরকার মহম্মদ রফির মতো শিল্পীকে ভারতরত্ন দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করেনি। আর তাই খানিকটা বাধ্য হয়েই আমাদের এইভাবে এগিয়ে আসতে হল।' মহম্মদ রফির জন্মদিনের দিনই কলকাতার গোর্কি সদনে শুরু হচ্ছে 'জসন-ই-রফি'। গোটা একটা দিন শুধুমাত্র মহম্মদ রফির জন্যই। আর সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে এই শিল্পীকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানের দাবি জানানো হবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এই প্রথম নয়। এর আগে এই শহর থেকেই আরও এক শিল্পী আভাসকুমার গাঙ্গুলি বা কিশোর কুমারকে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন শহরের কিশোরভক্তরা। এবার সেই কলকাতা থেকেই দাবি উঠল মহম্মদ রফিকেও এই সম্মান দেওয়ার। রফি লাভার্স সার্কেলের সভানেত্রী রুহি খানের বক্তব্য,'এটা সত্যিই খুব লজ্জার, মহম্মদ রফি-কিশোরকুমারদের ভারতরত্ন দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করতে হচ্ছে।' তবে এখানেই থেমে যাওয়া নয়। ২৪ তারিখ কলকাতা থেকে শুরু হওয়া এই দাবি নিয়ে অমৃতসর, লক্ষ্ণৌ, বেঙ্গালুরু, ভুবনেশ্বর, শিলং, গুয়াহাটি, আমেদাবাদ, জব্বলপুর, কন্যাকুমারী, দিল্লি, জয়পুর, শ্রীনগর, রাঁচি,হায়দ্রাবাদ,মুম্বাই এই ১৬ টি শহরেও এই দাবি নিয়ে যাবে এই সংগঠন। পরে সেই স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন পত্র তুলে দেওয়া হবে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির কাছে।

শুরু হল '৩০তম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডিয়া ট্রেড ফেয়ার'

স্টাফ রিপোর্টার: ভারতের প্রাচীন শিল্প ও বণিক সংগঠন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিএনসিসিআই) আয়োজিত '৩০তম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডিয়া ট্রেড ফেয়ার'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়োজিত হল। ২২ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই মেলা চলবে পার্কসার্কাস ময়দানে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ (পার্ক ও উদ্যান) দেবাশিস কুমার, ব্রাত্য বসু, বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এবং বিএনসিসিআই এর সভাপতি বাণী রায় চৌধুরি সহ বিশিষ্ট ব্যানিয়েরা। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই বাণিজ্য মেলা প্রতিদিন খোলা থাকবে সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত।

বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন,'বাংলাদেশকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে ইতিমধ্যে। তবে আরও ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছি। বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলিতে বিদ্যুৎ দেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে'।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র অনেক বছর থেকে। যখনই কলকাতায় আসি, তখনই স্মৃতিতাড়িত হই এবং মনের অজান্তে ১৯৭১-এর কঠিন দিনগুলোতে ফিরে যাই। তবে এই অনুষ্ঠানের সুযোগে বলতে চাই, বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়েছিল সেই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের বাঁকে বাঁকে আমরা জনগণ ও সরকারের আন্তরিক সহায়তা ও সমর্থন পেয়েছি। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এমনটাই বলেন, বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু।

বিএনসিসিআই সংগঠনের কর্তৃপক্ষ জানান, প্রায় ৮টি দেশ থেকে এই বাণিজ্য মেলায় মানুষ আসছে। ভারত ও বাংলাদেশ তো আছেই। তাঁরা আরও জানান, গত বছর প্রায় দেড় কোটি টাকার জিনিস বিক্রি হয়েছে। এবারে তার থেকে বেশি হবে বলে আশা করছি।